গদ্যসাহিত্য ঃ

পৃথিবীর অন্যান্য প্রাচীন সাহিত্যের ন্যায় ভারতীয় সাহিত্যেও প্রথম পদ্যের উদ্ভব এবং পদ্যেই সাহিত্যরচনার শুরু; গদ্যের উদ্ভব অপেক্ষাকৃত পরের যুগে। বৈদিক সাহিত্যের প্রাথমিক পর্বে অর্থাৎ সংহিতাযুগে গায়ত্রী, অনুষ্টুপ প্রভৃতি ছন্দে রচিত পদ্যের সার্বিক প্রাধান্য এবং সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যে গদ্য অপেক্ষা পদ্যের স্থান সমধিক। ছন্দোবন্ধন, গীতিময়তা ও সুবোধ্যতা গুণে পদ্য সহজেই শ্রোতার চিত্তাকর্ষক হয়। যখন লিখন-পদ্ধতির প্রচলন হয়নি, তখন মৌখিক ভাষায় রচিত পদ্যই ছিল প্রকৃত সাহিত্য। বৈদিক সংহিতা, উপনিষদ্, রামায়ণ, মহাভারত, ধর্মশাস্ত্র, পুরাণ, অভিধান, কাব্য অলঙ্কারশাস্ত্র প্রভৃতি বিবিধ সাহিত্যের অধিকাংশই আদ্যন্ত পদ্যে রচিত। নাটক, চম্পূ, কথাসাহিত্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে গদ্য-পদ্যের সমান মর্যাদা; আবার কখনও কখনও পদ্য গদ্যের সংযোজক। তবে একথাও অনস্বীকার্য যে, সংস্কৃত সাহিত্যে অতি প্রাচীন কালেই গদ্যের উদ্ভব এবং সামগ্রিক উৎকর্ষের বিচারে গদ্যের স্থান পদ্য অপেক্ষা ন্যূন নয়[১]।

সংস্কৃত গদ্যসাহিত্য যেমন অতি প্রাচীন, তেমনি পদ্যের ন্যায় বিশাল, ব্যাপক ও বহুমুখী ধারায় অনুশীলিত। কৃষ্ণ যজুর্বেদের তৈত্তিরীয় সংহিতায় সংস্কৃত গদ্যের প্রাচীনতম রূপটি পাওয়া যায়। অথর্ববেদের এক-ষষ্ঠাংশ গদ্যে রচিত। তবে অথর্ববেদের গদ্য যজুর্বেদের গদ্য অপেক্ষা কিঞ্চিৎ পরবর্তী। যজ্ঞের ব্যাখ্যান ও বর্ণনামূলক ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলি (কতিপয় গাথা ব্যতীত) সামগ্রিকভাবে গদ্যে রচিত। বৈদিক সাহিত্যের তৃতীয় পর্বে গদ্য ও পদ্য সমমর্যাদা লাভ করেছিল। রচনাশৈলীর বিচারে ব্রাহ্মণের গদ্য সংহিতার মন্ত্র ও সূত্র সাহিত্যের মধ্যবর্তী। সংহিতার সীমিত গদ্য এবং ব্রাহ্মণের সার্বিক গদ্যরীতি সরল ও অনাড়ম্বর, বাক্‌শৈলী ঋজু এবং উপমা-রূপকাদির ব্যবহার বিশেষ সংযত। বলা বাহুল্য, ব্রাহ্মণগুলি একই সময়ের রচনা নয়। অর্বাচীন কালের ব্রাহ্মণগুলিতে ধ্রুপদী গদ্যের সূচনা পরিলক্ষিত হয়; আরণ্যকের গদ্য প্রাচীন ব্রাহ্মণের গদ্যের তুল্য রচনা। যজুর্বেদ, অথর্ববেদ ও ব্রাহ্মণের গদ্যরীতি সরল ও সন্নদ্ধ, সাহিত্য-সুষমায় শ্রুতিসুখদ ও মনোগ্রাহী; উপনিষদেও সচরাচর এই রচনারীতি অনুসৃত। উপনিষদের গদ্য ও ধ্রুপদী গদ্য উভয়ের মধ্যবর্তিরূপে সূত্রসাহিত্যের গদ্যকে নির্দেশ করা যায়। সামগ্রিক বিচারে বৈদিক গদ্যরীতি ঋজু, সংহত, সহজবোধ্য, বাক্যরীতি সাবলীল; সন্ধির আতিশয্য ও সমাসের ঘটা না থাকায় বাক্যগঠন বেশ আঁটোসাটো অথচ স্বচ্ছন্দ।

বৈদিক গদ্যের নমুনা ঃ

প্রজাপতিঃ প্রজা অসৃজত তা অস্মাৎ সৃষ্টাঃ পরাচীরায়ন্তা বরুণমগচ্ছন্তা অন্বৈত্তাঃ পুনরযাচত তা অস্মৈ ন পুনরদদাৎ সোঽব্রবীদ্ বরং বৃণীষ্ব।—তৈ. সং. ২।১।২

Scanned with CamScanner

প্রজাপতি প্রজা সৃষ্টি করলেন। তাঁরা পরাঙ্মুখ হয়ে বরুণের কাছে গেলেন। (প্রজাপতি ফিরে এসে বরুণের কাছে) তাদের আবার ফিরে চাইলেন। কিন্তু তিনি এঁর কাছে তাদের ফিরিয়ে দিলেন না। তিনি বললেন, 'বর নাও'।

স প্রজাপতিঃ সুবর্ণমাত্মানমপশ্যৎ। তৎ প্রাজনয়ৎ। তদেকমভবৎ, তল্পলামমভবৎ, তন্মহদভৎ, তজ্জ্যেষ্ঠমভবৎ, তদ্ ব্রহ্মাঽভবৎ, তত্তপোঽভবৎ, তৎ সত্যমভবৎ।

অ. বে. ১৫।২

সেই প্রজাপতি নিজেকে সুবর্ণরূপে দেখলেন। সেই (সুবর্ণরূপ) প্রকৃষ্টভাবে জন্ম দিল। তা হল এক, তা হল অলঙ্কারস্বরূপ, তা হল মহৎ, তা হল জ্যেষ্ঠ, তা হল ব্রহ্ম, তা হল তপস্যা, তা হল সত্য।

আরও কতিপয় উদাহরণ ঃ

মহাব্যাহৃতির মহিমা—

প্রজাপতিরকাময়ত প্রজায়েয় ভূয়ান্ স্যামিতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা ইমাঁল্লোকানসৃজত। পৃথিবীমন্তরিক্ষং দিবম্। তাঁল্লোকান্ অভ্যতপৎ। তেভ্যোঽভিতপ্তেভ্য স্ত্রীণি জ্যোতীংষি অজায়ন্ত, অগ্নিরেব পৃথিব্যা অজায়ত....। ঐ. ব্রা. ৫।৩২

অধ্যাপনা সমাপনান্তে শিষ্যের প্রতি গুরুর উপদেশ—সত্যং বদ, ধর্মং চর, স্বাধ্যায়ান্মা প্রমদ। আচার্যায় প্রিয়ং ধনমাহৃত্য প্রজাতন্তুং মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ। সত্যান্ন প্রমদিতব্যম্, ধর্মান্ন প্রমদিতব্যম্, কুশলান্ন ন প্রমদিতব্যম্, ভূত্যৈ ন প্রমদিতব্যম্, স্বাধ্যায়প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্। দেবপিতৃকার্যাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্। মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব, আচার্যদেবো ভব, অতিথিদেবো ভব, যান্যনবদ্যানি কর্মাণি, তানি সেবিতব্যানি, নো ইতরাণি। যান্যস্মাকং সুচরিতানি তানি ত্বয়োপাস্যানি। তৈত্তিরীয় উপনিষদ ১।১১।১, ২

বৈদিক ও তদুত্তর সাহিত্যে ছন্দের ওপর বিচিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে পদ্যরচনায় বহুমুখী ধারা বিকশিত হয়ে উঠেছিল। গদ্যরচনায় এরূপ বৈচিত্র্যের উপাদান স্বভাবতই ছিল না, কিন্তু বৈদিকোত্তর গদ্যে প্রাচীন ঋজু ও অনাড়ম্বর রচনাশৈলীর সঙ্গে পদ্যের খণ্ডিত মাধুর্যের ঐক্যসাধনের ফলে স্বাভাবিক সুষমাবিন্যাস উদ্ভাসিত। অন্যদিকে প্রাচীন সূত্রসাহিত্যে (বাদরায়ণের ব্রহ্মসূত্র, বাৎস্যায়নের কামসূত্র, শবরস্বামীর মীমাংসাসূত্র, পাণিনির ব্যাকরণসূত্র এবং পরবর্তী ভাষ্য, টীকা প্রভৃতি রচনায়) নিরাড়ম্বর তীক্ষ্ণ, ঋজু ও ওজস্বী গদ্যরীতির প্রচলন ঘটেছিল। পতঞ্জলির মহাভাষ্য, শঙ্করাচার্যের ব্রহ্মসূত্রভাষ্য প্রভৃতি দার্শনিক ও তাত্ত্বিক আলোচনার গদ্যরীতি এবং পৌরাণিক ও কাব্যিক গদ্যশৈলীর মধ্যে পারস্পরিক পার্থক্য সহজেই লক্ষ্যগোচর হয়। মহাভারত ও পুরাণেই প্রথম (বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি) প্রসাদগুণ-সমন্বিত সাহিত্যিক গদ্যের ছাঁদটি সম্পূর্ণরূপে পাওয়া গেল। সূত্র ও ভাষ্যজাতীয় রচনায় ওজস্বী ও ঋজু গদ্যশৈলী সর্বত্র অনুসৃত হলেও উত্তরোত্তর বৈচিত্র্যের আড়ম্বর বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু সেই ছাঁদটি সাহিত্যিক গদ্যরীতি অপেক্ষা পৃথক শৈলীতে প্রবাহিত। শাস্ত্রীয় ও দার্শনিক আলোচনাত্মক গদ্যে তীক্ষ্ণধার বাগ্‌বিন্যাস, ওজোগুণের দীপ্তি, শব্দার্থের মার্জিত ঠাট, বুদ্ধির চমক, সংহত গঠনশৈলী বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ছয়

Scanned with CamScanner

বেদাঙ্গ (শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ ও ছন্দঃ), কল্পসূত্রের ৪ বিভাগ, চরকসংহিতা, সুশ্রুতসংহিতা প্রভৃতি চিকিৎসাগ্রন্থ, অর্থশাস্ত্র, ধনুর্বেদ এবং ধর্মসূত্র, স্মৃতি, অলঙ্কার প্রভৃতির টীকা ইত্যাদি সাহিত্যসম্ভার সবই গদ্যাত্মক। এরূপ গদ্যরচনার কতিপয় উদাহরণ—

কথং পুনর্জ্ঞায়তে সিদ্ধঃ শব্দোঽর্থঃ সম্বন্ধশ্চেতি? লোকতঃ। যল্লোকে অর্থমুপাদায় শব্দান্ প্রযুঞ্জতে নৈষাং নিবৃত্তৌ যত্নং কুর্বন্তি। যে পুনঃ কার্যা ভাবা নিবৃত্তৌ তাবত্তেষাং যত্নঃ ক্রিয়তে। তদ্ যথা ঘটেন কার্যং করিষ্যন্ কুম্ভকারকুলং গত্বা আহ—কুরু ঘটম্, কার্যমনেন করিষ্যামীতি। ন তাবৎ শব্দান্ প্রযুযুক্ষমাণো বৈয়াকরণকুলং গত্বাহ—কুরু শব্দান্ প্রযোক্ষ ইতি।—মহাভাষ্য ১।১।১।

কিভাবে জানা গেল শব্দ, অর্থ ও (উভয়ের) সম্বন্ধ নিত্য? লোকব্যবহার থেকে। লোকব্যবহারে (মানুষ) অর্থ চিন্তা করে (তদ্‌বোধক) শব্দ প্রয়োগ করে। এমন শব্দের প্রয়োগকালে মানুষ যত্ন নেয় না। কিন্তু যেগুলি কার্য (অর্থাৎ ক্রিয়মাণ বিষয়), সেগুলি সম্পাদন করতে যত্নের দরকার। যেমন ঘটের দ্বারা কোনও কাজ সম্পাদন করতে চাইলে (মানুষ) কুম্ভকারের বাড়ীতে গিয়ে বলে, 'ঘট তৈরি কর, তা দিয়ে কাজ সমাধা করব'। কিন্তু শব্দ প্রয়োগ করতে চাইলে কেউ বৈয়াকরণের বাড়ীতে গিয়ে বলে না, 'শব্দ তৈরি করুন, প্রয়োগ করব'।

মৃগ ইব ভীমঃ কুচরো গিরিষ্ঠাঃ—মৃগো মার্ষ্টেগতিকর্মণঃ। ভীমো ৰিভ্যত্যস্মাৎ। ভীষ্মোঽপ্যেতস্মাদেব। কুচর ইতি চরতি কর্ম কুৎসিতম্। অথ চেদ্দেবতাভিধানং ক্বায়ং ন চরতীতি। গিরিষ্ঠা গিরিস্থায়ী। গিরিঃ পর্বতঃ। সমুদ্‌গীর্ণো ভবতি। পর্ববান্ পর্বতঃ। পর্ব পুনঃ পৃণাতেঃ প্রীণাতের্বা। নিরুক্ত ১।৬।২০

মৃগের ন্যায় ভীম, কুচর ও গিরিস্থ। মৃগ (শব্দ) গতিকর্মক মার্ষ্টি ধাতু থেকে (জাত)। ভীম অর্থাৎ এর থেকে ভয় পায়। ভীষ্ম শব্দও এ-থেকে (উৎপন্ন)। কুচর (শব্দটি) কুৎসিত বিচরণ কর্ম যার (তাকে বোঝায়)। আবার যদি দেবতাবাচক হয়, তাহলে 'ইনি (এই দেবতা) কোথায় বিচরণ করেন না!' (তা বোঝায়)। গিরিষ্ঠা অর্থাৎ গিরিস্থিত। গিরি পর্বত। সম্যগ্‌ভাবে উদ্‌গীর্ণ হয়। পর্বত অর্থাৎ পর্বযুক্ত। পর্ব আবার 'পৃণাতি' বা 'প্রীণাতি' থেকে জাত।

যুষ্মদস্মৎপ্রত্যয়গোচরয়োর্বিষয়-বিষয়িণোস্তমঃপ্রকাশবদ্ বিরুদ্ধস্বভাবয়োরিতরেতর-ভাবানুপপত্তৌ সিদ্ধায়াং তদ্ধর্মাণামপি সুতরামিতরেতরভাবানুপপত্তিঃ, ইত্যতোঽস্মৎপ্রত্যয়-গোচরে বিষয়িণি চিদাত্মকে যুষ্মৎপ্রত্যয়গোচরস্য বিষয়স্য তদ্ধর্মাণাং চাধ্যাসঃ, তদ্বিপর্যয়েণ বিষয়িণস্তদ্ধর্মাণাং চ বিষয়েঽধ্যাসো মিথ্যেতি ভবিতুং যুক্তম্।

ব্রহ্মসূত্র শাঙ্করভাষ্য ১।১।১

অলঙ্কারশাস্ত্রের বিধান অনুসারে সামগ্রিক বিচারে সাহিত্য বা কাব্যের দ্বিধা ভেদ—দৃশ্য ও শ্রব্য। সমগ্র নাট্যসাহিত্য দৃশ্য কাব্যের অন্তর্গত। শ্রব্য কাব্যের প্রধানতঃ তিন ভেদ—গদ্য, পদ্য ও মিশ্র। অক্ষর বা মাত্রার দ্বারা নির্ধারিত ছন্দোবদ্ধ চরণে বিন্যস্ত চতুষ্পদী

Scanned with CamScanner

রচনাকে পদ্য বলা হয়। গদ্যে পদ্যের ন্যায় চরণ থাকে না[১]। গদ্য সাহিত্যের মূল বিভাগ দুটি—কথা ও আখ্যায়িকা। আলঙ্কারিকগণ উভয়ের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করেছেন[২]। কথা ও অ্যাখায়িকার মধ্যে মৌলিক কোনও পার্থক্য আছে কি না সে-বিষয়ে প্রাচীন সমালোচকদের অনেকের মনে সন্দেহ ছিল[৪]। বস্তুতপক্ষে উভয়ের মধ্যে প্রকৃতিগত ভেদ লক্ষ্য করা যায় না। পাশ্চাত্ত্য আলোচকগণ কথাজাতীয় গদ্য সাহিত্যকে Prose Romance বলেছেন; তদনুসারে বাংলায় আধুনিক নামকরণ হয়েছে 'রমন্যাস'। আধুনিক সাহিত্যের উপন্যাস ও ছোটগল্পের অনেক উপাদান ও বৈশিষ্ট্য সংস্কৃত কথা ও আখ্যায়িকায় সুলভ। এজাতীয় রচনার উদ্ভব কিভাবে ঘটে, তার ইতিহাস আমাদের অজ্ঞাত, কারণ কতিপয় প্রাচীন গদ্যকাব্যের নামমাত্র পাওয়া যায়। বার্তিককার কাত্যায়ন ইতিহাস-পুরাণের সঙ্গে আখ্যান-আখ্যায়িকার উল্লেখ করেছেন[৫]। পতঞ্জলির মহাভাষ্যে (৪।৩।৮৭) বাসবদত্তা, সুমনোত্তরা ও ভৈমরথী নামক গদ্যকাব্যত্রয়ীর নাম পাওয়া যায়[৬]। পরবর্তী যুগের গদ্যকাব্যের আরও কতিপয় রচনা ও রচয়িতার নাম পাওয়া যায়, যেমন বররুচির চারুমতী, রামিল ও সোমিলের শূদ্রককথা[৭], রুদ্ররচিত ত্রৈলোক্যসুন্দরী, অজ্ঞাতনামা কবিদের শাতকর্ণীহরণ, মনোবতী ও তরঙ্গবতী[৮]। বাণভট্ট আঢ্যরাজ ও ভট্টার-হরিচন্দ্রের গদ্যরচনার প্রশংসা করেছেন[৯]।

সুবন্ধু ঃ ত্রয়ী গদ্যশিল্পীর অন্যতম সুবন্ধু বাসবদত্তার রচয়িতা। দণ্ডীর ন্যায় সুবন্ধুর জীবনচরিতও আমাদের নিকট অজ্ঞাত। কিংবদন্তী অনুসারে সুবন্ধু ছিলেন কাশ্মীরনিবাসী ব্রাহ্মণ। বাণভট্ট (৭ম শঃ), বাক্‌পতিরাজ (৮ম শঃ) এবং অন্যান্য কয়েকজন লেখকের উল্লিখিত প্রসঙ্গ থেকে অনুমান করা যায় তিনি ৫ম-৭ম শতকের কোনও সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। পতঞ্জলি পাণিনীয় সূত্রের ভাষ্যে বাসবদত্তা, সুমনোত্তরা ও ভৈমরথী নামক তিনটি আখ্যায়িকার উল্লেখ করেছেন। বলা বাহুল্য উক্ত বাসবদত্তা আমাদের আলোচ্য গ্রন্থ নয়। বাণভট্ট হর্ষচরিতের ভূমিকায় বলেছেন বাসবদত্তা গ্রন্থরচনার ফলে সকল কবির দর্প নাশ হয়েছে[১০] এবং কাদম্বরীর ভূমিকায় কাদম্বরীকে 'অতিদ্বয়ী কথা' বলেছেন[১১] অর্থাৎ কাদম্বরী কাব্যটি পূর্ববর্তী দুটি কথাকাব্যকে আপন গুণে পরাস্ত করেছে। টীকাকার ভানুদত্তের (১৬শ শঃ) মতে বাণকথিত কথাকাব্যদ্বয় হল গুণাঢ্যের বৃহৎকথা ও সুবন্ধুর বাসবদত্তা। হর্ষচরিতে (১।১৬) ভাসরচিত বাসবদত্তা নাটকের প্রশংসা করা হয়েছে; সুতরাং ঐ হর্ষচরিতের অন্যত্র (১।১২) বাসবদত্তার উল্লেখ করায় বোঝা গেল আলোচ্য গ্রন্থটি নাটক নয় এবং অনুমান বাণ সুবন্ধুর বাসবদত্তা কথাকাব্যের প্রসঙ্গেই এই উক্তি করেছেন, কারণ হর্ষচরিত ও কাদম্বরীতে সুবন্ধুর রচনাশৈলীর সুস্পষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। সুবন্ধু আপন গ্রন্থে আক্ষেপ করে বলেছেন যে বিক্রমাদিত্যের প্রয়াণের পর সাহিত্য ও সাহিত্যসেবীদের সমাদর ও পৃষ্ঠপোষকতা বিলুপ্ত হয়েছে[১২]। একমতে এই বিক্রমাদিত্য হলেন রাজা যশোধর্মা, যিনি হূণরাজ মিহিরকুলকে ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত করেন; ভাণ্ডারকারের মতে ইনি দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য (৩৬০-৮০ খ্রী.)। বাসবদত্তা গ্রন্থে ন্যায়বার্তিককার উদ্যোতকর এবং বৌদ্ধসঙ্গত্যলঙ্কার নামক বিখ্যাত বৌদ্ধ গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়[১৩]। বাক্‌পতিরাজের

Scanned with CamScanner

(৭ম শঃ) গউড়বহো কাব্যের ভূমিকায় ভাস, কালিদাস ও হরিচন্দ্রের সঙ্গে সুবন্ধুর নাম পাওয়া যায়। ৮ম শতকের শিলালেখে সুবন্ধুর রচনারীতির প্রত্যক্ষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বামন কাব্যালঙ্কারে বাসবদত্তা থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন[১৪]। ১১৬৮ খ্রীস্টাব্দের একটি কন্নড লিপিতে সুবন্ধুর নাম উল্লিখিত। কবিরাজরচিত (১২শ শঃ) রাঘবপাণ্ডবীয় (১।৪৩) এবং মঙ্খরচিত (১২শ শঃ) শ্রীকণ্ঠচরিত (২।৫৩) মহাকাব্যদ্বয়ে সুবন্ধুর সপ্রশংস উল্লেখ আছে।

বাসবদত্তার[১৫] **কাহিনী** ঃ নায়িকার নামানুসারে কাব্যের নাম বাসবদত্তা। রাজা চিন্তামণির পুত্র কন্দর্পকেতু স্বপ্নচারিণী রাজকুমারীর প্রেমে আত্মহারা হয়ে স্বপ্নে দেখা প্রেমিকার সন্ধানে প্রিয় সুহৃদ মকরন্দের সঙ্গে যাত্রা করলেন। অন্যদিকে পাটলিপুত্রের রাজকন্যা বাসবদত্তা স্বপ্নদৃষ্ট রাজকুমারের সন্ধানে সখী তমালিকাকে পাঠালেন। পথিমধ্যে বৃক্ষতলে বিশ্রামকালে কন্দর্পকেতু এক শুকদম্পতীর কথোপকথনে বাসবদত্তার স্বপ্নসংবাদ ও সখী তমালিকাকে প্রেরণের কথা শুনলেন। কিন্তু বাসবদত্তার পিতা শৃঙ্গারশেখর অন্য এক রাজকুমারের সঙ্গে কন্যার বিবাহ স্থির করেছেন। এদিকে ভাগ্যচক্রে কন্দর্পকেতু ও তমালিকার সাক্ষাৎ ঘটল এবং তমালিকার পরামর্শে কন্দর্পকেতু সবান্ধব পাটলিপুত্রে ফিরে এলেন। রাজার অন্তঃপুরে গোপনে নায়ক-নায়িকার মিলন ঘটল। তারপর কন্দর্পকেতু বাসবদত্তার সঙ্গে অশ্বারোহণে পাটলিপুত্র ত্যাগ করে স্বদেশের অভিমুখে যাত্রা করলেন। পথিমধ্যে উভয়ে বিন্ধ্যপর্বতে প্রবেশ করলেন। কন্দর্পকেতু আহার অন্বেষণের জন্য বনমধ্যে নিদ্রিতা বাসবদত্তাকে পরিত্যাগ করে একাকী ঘুরতে লাগলেন। এমন সময় দুই কিরাত সেখানে উপস্থিত হয়ে বাসবদত্তাকে দেখে তাকে লাভের আশায় পরস্পর বিবাদ শুরু করল; কিন্তু তারা উভয়েই প্রাণ হারাল। ভয়ার্তা বাসবদত্তা আশ্রয়ের জন্য এক মুনির আশ্রমে প্রবেশ করে দুর্ভাগ্যবশে পাথরে পরিণত হলেন। ইত্যবসরে কন্দর্পকেতু পূর্বনির্দিষ্ট স্থানে ফিরে এসে প্রেমিকাকে না দেখে তার সন্ধানে ইতস্ততঃ ঘুরতে লাগলেন। অবশেষে তিনি মুনির আশ্রমে প্রবেশ করে পাথরের মধ্যে বাসবদত্তার আকৃতির সাদৃশ্য দেখে সেই পাথরকেই আলিঙ্গন করলেন। প্রেমিকের স্পর্শে বাসবদত্তা প্রাণ ফিরে পেলেন। তারপর কন্দর্পকেতু ও বাসবদত্তা সানন্দে রাজধানীতে ফিরলেন।

বাসবদত্তার জগদ্ধরকৃত **তত্ত্বদীপনী**, প্রভাকরকৃত **চূর্ণীক**, রামদেবের **তত্ত্বকৌমুদী**, বিক্রমঋদ্বিকৃত **ব্যাখ্যায়িকা** এবং শিবরামকৃত **কাঞ্চনদর্পণ** টীকাগুলি বিশেষ প্রসিদ্ধ।

সুবন্ধু পুরোপুরি লোককথার আধারে বাসবদত্তার আখ্যানভাগ গ্রন্থনা করেছেন। মহাভারতের নল-দময়ন্তী কাহিনী এবং কালিদাসের বিক্রমোর্বশীয় নাট্যকাহিনীর প্রভাব থাকলেও কথাসাহিত্যে প্রচলিত রূপকথার বিশুদ্ধ উপকরণ সমন্বয়ে এই কাহিনী রচিত। প্রকৃতপক্ষে কবির নিকট আখ্যানের মূল্য অকিঞ্চিৎকর। মূল কাহিনীকে অবলম্বন করে শব্দ ও অর্থের চমকে, ভাবের আবেগাতিশয্যে, কল্পনার উচ্ছ্বাসে এবং অনুপ্রাস-যমক-শ্লেষ-উপমা-বিরোধাভাস অলঙ্কারের চতুর ও চমকপ্রদ প্রয়োগে পাঠকের কানে শিহরণ ও চিত্তে চমক জাগানোই লেখকের অভিপ্রায়। দণ্ডী ও বাণভট্টের তুল্য বাস্তব অভিজ্ঞতা,

Scanned with CamScanner

কাহিনীর সাবলীল গতিশীলতা অথবা হার্দ্য আবেদন কোনওটিই সুবন্ধুর রচনায় পাওয়া যায় না। লেখক স্বয়ং বলেছেন যে, রচনার প্রতি অক্ষরে শ্লেষের বিন্যাস ঘটানোই তাঁর বৈদগ্ধ্য[১৬]। দীর্ঘসমাসবদ্ধ পদের অক্ষরে অক্ষরে দুর্বোধ্য শ্লেষের অবস্থান অনেক ক্ষেত্রে টীকাকারদেরও শিরঃকণ্ডূয়নের কারণ। বাসবদত্তার আখ্যান রূপকথার গল্পের তুল্য; কথাকাব্যের উপাদান ও ব্যাপকতা কোনওটিই এখানে নেই। বাণ ও দণ্ডীর রচনাশৈলী সম্পূর্ণভাবে কৃত্রিমতামুক্ত এমন কথা বলা যায় না সত্য, কিন্তু সুবন্ধুর সমগ্র রচনাই কৃত্রিম। তবে একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে সুবন্ধু ব্যাকরণ, অলঙ্কার, বিবিধ দর্শনে এবং পৌরাণিক ও মহাকাব্যিক ঐতিহ্যের সর্বত্রই গভীরে অবগাহন করেছিলেন। তাঁর পাণ্ডিত্যের বৈদগ্ধ্য ও বিদ্যুদ্দীপ্ত প্রভায় শাস্ত্রবিদ্যার বিবিধ প্রসঙ্গ সরল-সুন্দর কিংবা সূক্ষ্ম-দুরূহ ইঙ্গিতে ধ্বনিত। বাণের বুদ্ধিদীপ্ত চমক ও প্রাঞ্জলতা সুবন্ধুর রচনায় দুর্লভ; দণ্ডীর নৈপুণ্য ও কলাকুশলতার স্বাক্ষরও তাঁর মধ্যে নেই। টীকার সাহায্য ব্যতীত সুবন্ধুর রচনারীতির আতিশয্য ও জটিল বাচনভঙ্গি, অলঙ্কারের দুর্ঘট বিন্যাস প্রভৃতি মিলে বাসবদত্তার রসগ্রহণ সুপণ্ডিত পাঠকের পক্ষেও শ্রমসাধ্য কঠিন কর্ম। শ্লেষ ও বক্রোক্তির এরূপ জটিল সমন্বয় অন্য কবির রচনায় অতি দুর্লভ (সুশ্লেষ-ঘটনাপটু-সৎকাব্যবিরচনমিব)। সুবন্ধুর সাহিত্যবৈভব বহুতল প্রাসাদের বিচিত্র সাজসজ্জার বিলাস-উপকরণের মত, তার প্রতি প্রকোষ্ঠে ঐশ্বর্যের সম্ভার; কিন্তু বিদগ্ধ রসিক দূর থেকেই তা দর্শন করে পরিতৃপ্ত থাকতে চান, অভ্যন্তরে প্রবেশ করে সেই ঐশ্বর্য উপভোগের স্পর্ধা তাঁর থাকে না। শব্দপ্রয়োগের দুঃসাধ্য ব্যায়াম ও জটিল বক্রোক্তিবিন্যাসে সুবন্ধু সংস্কৃত সাহিত্যের একনিষ্ঠ অধ্যবসায়ী শিল্পী। দুর্বোধ্য বাচনভঙ্গি এবং অনন্য-সুলভ বৈদগ্ধ্যের জন্য কোনও কোনও সহৃদয় তাঁর বিশেষ প্রশংসাও করেছেন[১৭]। সুবন্ধুর রচনায় সুবোধ্য সরল অংশ যা চোখে পড়ে, তাকে যেন ব্যতিক্রম বলেই আমাদের মনে হয়। যেমন—

'ত্বৎকৃতে যাঽনয়া যাতনানুভূতা, সা যদি নভঃ পত্রায়তে, সাগরো মেলানন্দায়তে, ব্রহ্মা লিপিকরায়তে, ভুজগপতির্বা কথকায়তে, তদা কিমপি কথমপি অনেকৈর্যুগসহস্রৈঃ অভিলিখ্যতে কথ্যতে বা।' বাসবদত্তা (চৌখাম্বা) পৃ. ২১৯

কোনও কোনও পাশ্চাত্ত্য সমালোচক সুবন্ধুর রচনারীতির উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যগুলিই উল্লেখ করেছেন। টীকাকারের মতে সুবন্ধুর গদ্যরীতি গৌড়ী, নারিকেলফল পাক; পদে পদে ক্লিষ্টার্থতা ও দুর্বোধ্যতা এবং হীনোপমা, অধিকোপমা, মালোপমা, যমক, শ্লেষ, রূপক, বিরোধাভাস, পরিসংখ্যা প্রভৃতি অলঙ্কারের প্রাচুর্য। একটি উদাহরণ—'সাহসেন সা হসেন কমলা কমলালয়া যয়া জিতা, সা ত্বদর্পণা দর্পণাকারবিমলাশয়া শয়াজনির্জিতকিসলয়া সলয়াঙ্গুলিরিব বিভ্রমেণ বিভ্রমেণ গবাক্ষশলাকাবিবরং লোকয়ন্তী লোকযন্ত্রিতবিনাশা বিনা শাপমনুভবতি দুঃখানি। জীবনায়ক জীবনায় কমিব নাশ্রয়তি সুভগম।... অঞ্জসারতঃ সারতঃ কিমপি কন্দর্পকং দর্পকং ন চেত্তনোষি, বিশেষতঃ অবিশেষতঃ স্থিরমেব মরণম্,... কমলাকৃতিনারীণাং কমলাকৃতি নারীণাং ভবতা মুখং চ মলিনিতম্;.... কামধুরাধরেণ কা মধুরাধরেণ যুক্তা রজোরাজ-বিশেষকেশ বিশেষকেশ মুখেন্দুনা তব হৃদি লগ্না হ্রদিমাকরেণ

করেণ স্বেদবিন্দুপয়োধরেণ পয়োধরেণ বক্ষঃফলকাঞ্চনেন জিতানাবিলকাঞ্চনেন। কামদারুণমদারুণনেত্রা স্মরময়ং রময়ন্তং ভবন্তমদয়ং মদয়ন্তী পরমকমিতারং পরমকমিতারং বাঞ্ছতি হারিণা হারিণা স্তনকুম্ভেন হরিণাক্ষিরুচিহারিণা চক্ষুষা চ॥' পৃ. ১৮৪-৮৯

সুবন্ধুর অনুসরণে বাণভট্টও অলঙ্কার-প্রয়োগের চাতুর্য প্রদর্শনে প্রয়াসী হয়েছেন[১৮]। নাট্যকার ভবভূতির রচনায় গদ্যে ও পদ্যে উভয়ত্র সুবন্ধুর গদ্যশৈলীর প্রভাব অনস্বীকার্য[১৯]। যমক অলঙ্কারের প্রয়োগে একটি চতুর বাগ্‌ভঙ্গি—আন্দোলিত-কুসুমকেসরে কেসরেণুমুষি রণিতনূপুরমণীনাং রমণীনাং বিকচকুমুদাকরে মুদাকরে....। পৃ. ৩৮

দণ্ডী ঃ গদ্যসাহিত্যে ত্রয়ী প্রতিভার অন্যতম দণ্ডী। অবন্তিসুন্দরী কাব্যে প্রদত্ত সংক্ষিপ্ত আত্মপরিচয়ে লেখক বলেছেন—কবি দামোদরের (পাঠান্তরে ভারবির) তিন পুত্রের অন্যতম মনোরথ; মনোরথের পুত্রচতুষ্টয়ের কনিষ্ঠ বীরদত্ত; কাঞ্চীনিবাসী উক্ত বীরদত্ত ও গৌরীর পুত্র দণ্ডী। কৌশিক গোত্রীয় ব্রাহ্মণকুলে তাঁর জন্ম হয়। প্রাচীন টীকাকার ও অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণ লেখক সম্পর্কে প্রচলিত কিংবদন্তী ও লোকশ্রুতির উল্লেখ করেছেন। তা থেকে আমরা জানতে পারি যে—দণ্ডীর পূর্বপুরুষগণের আদি নিবাস ছিল বর্তমান গুজরাটের আনন্দপুরে, তারপর তাঁরা প্রাচীন কাঞ্চী (বর্তমান দক্ষিণভারতের কাঞ্চীপুর) নগরে বসতি করেন। বাল্যকালেই দণ্ডীর মাতাপিতৃবিয়োগ ঘটে[২০]। চালুক্যরাজ বিক্রমাদিত্য ৬৫৫ খ্রীস্টাব্দে কাঞ্চীদেশ আক্রমণ করেন। সেই সময় ঐ রাজ্যে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ও বিশৃঙ্খলার কারণে দণ্ডী দেশ ত্যাগ করে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করেন এবং পরবর্তীকালে পল্লবরাজ নরসিংহবর্মা যখন হৃতরাজ্য উদ্ধার করেন, তখন কবি স্বদেশে প্রত্যাগমন করলে ঐ রাজসভায় (৬৩০-৬৬৮ খ্রী.) সম্মাননীয় পদ লাভ করেন[২১]। কিন্তু উক্ত আত্মপরিচিতি থেকে পূর্বাপর সাহিত্যিকগণের স্বকীয় পরিচয় প্রসঙ্গের মত ঐতিহাসিক জিজ্ঞাসার সদুত্তর পাওয়া দুঃসাধ্য।

দণ্ডী এক না একাধিক[২২]? দণ্ডী কি কবির ব্যক্তিনাম[২৩]?—ইত্যকার প্রশ্নের সমাধানে ঐতিহাসিক গবেষণার ভিত্তিতে আধুনিক বিদ্বৎসমাজ কিছু তথ্য ও সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করতে প্রয়াসী হয়েছেন। আলঙ্কারিক রাজশেখরের নামে সঙ্কলিত একটি শ্লোকে দণ্ডিরচিত জনপ্রসিদ্ধ প্রবন্ধত্রয়ীর উল্লেখ করা হয়েছে[২৪]। এই উক্তি অনুসারে অনেকের অনুমান দশকুমারচরিত ও কাব্যাদর্শ রচয়িতা দণ্ডী এক ব্যক্তি এবং তাঁর তৃতীয় গ্রন্থটি হল 'অবন্তিসুন্দরীকথা'[২৫]। অবশ্য এতদ্‌বিষয়ক সমস্ত পণ্ডিতী আলোচনায় ঐক্য অপেক্ষা বৈপরীত্যই বেশি। আমরা সাধারণভাবে বলতে পারি যে কাব্যাদর্শে আলঙ্কারিক সমালোচক দণ্ডী যে সাহিত্যাদর্শ প্রতিষ্ঠিত করেছেন, দশকুমারে সাহিত্যিক দণ্ডী সেই আদর্শ বহু ক্ষেত্রে উল্লঙ্ঘন করেছেন; কাব্যপ্রসিদ্ধ 'দশগুণ' আলোচনায় আলঙ্কারিক দণ্ডী বৈদর্ভী ও গৌড়ী রীতির পারস্পরিক বৈষম্য অনুযায়ী উৎকৃষ্ট সাহিত্যের আদর্শ, অলঙ্কার বিন্যাসের শৈলী, কাব্যদোষ ও অন্যান্য বিষয়ে যেসব সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করেছেন, তাঁর স্বকীয় সাহিত্যকৃতিতে সেইসব মতাদর্শ সর্বদা সম্মানিত বা সুরক্ষিত নয়, যেমন সম্ভোগের বর্ণনায় যে বাৎস্যায়নী প্রেরণা তাঁর সাহিত্যে কার্যকর, স্বকীয় কাব্য-সমালোচনার বিচারে তা

Scanned with CamScanner

গ্রাম্যতাদোষদুষ্ট। অবশ্য একই ব্যক্তির চিন্তাধারায় সমালোচক ও সাহিত্যিকের মতাদর্শঘটিত প্রশ্নে বৈপরীত্য ঘটা অসম্ভব নয়; সুতরাং আলঙ্কারিক দণ্ডীর সাহিত্যসর্জনায় কবিসত্তার প্রভাবে সমালোচকসত্তা আচ্ছন্ন হলেও তাকে আমরা আদর্শের বিরোধ বলে মানতে রাজী নই। অথবা যাঁরা মনে করেন কাব্যাদর্শ দণ্ডীর প্রবীণ বয়সের রচনা এবং দশকুমার অপেক্ষাকৃত নবীন বয়সের রচনা, তাঁদের দৃষ্টিতে বিচারিত আলোচ্য সমস্যার এই সরল সমাধানকেও সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করা যায় না।

দণ্ডীর জীবৎকাল সঠিক নির্ধারণ করা কঠিন হলেও কতিপয় বিষয় বিবেচ্য—কাব্যাদর্শে কালিদাসের শ্লোকাংশ (লক্ষ্ম লক্ষ্মীং তনোতি) উদ্ধৃত এবং মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে রচিত 'সেতুবন্ধ' নামক কাব্যের উল্লেখ আছে। (মহারাষ্ট্রাশ্রয়াং—কাব্যাদর্শ ১।৩৪)। রাজতরঙ্গিণীর উক্তি অনুসারে সেতুবন্ধের রচয়িতা প্রবরসেন ৬ষ্ঠ শতকে কাশ্মীরে রাজত্ব করতেন। কাব্যাদর্শে কথা-আখ্যায়িকা সম্পর্কিত আলোচনা পাঠে মনে হয় দণ্ডী তাঁর আসন্ন পূর্ববর্তী আলঙ্কারিক ভামহের মতের সমালোচনা করে স্বকীয় মত প্রতিষ্ঠিত করতে আগ্রহী। ভামহের কাল আনুমানিক ৭ম শঃ। কানাড়ী ভাষায় রচিত অমোঘবর্ষের (৮১৫ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি) 'কবিরাজমার্গ' গ্রন্থে দণ্ডীর প্রভাব স্পষ্ট। কাব্যাদর্শে বর্ণিত রাজবর্মা সম্ভবতঃ পল্লবরাজ দ্বিতীয় নরসিংহবর্মার (৬৯০-৭১০ খ্রী.) প্রতিভূ। দশকুমার ও কাদম্বরীর রচনাশৈলীর তুলনামূলক বিচারে নিঃসন্দেহে প্রতিভাত হয় যে দণ্ডী বাণের সমসাময়িক। সিংহলী ভাষায় রচিত 'সিয়বসলকর' (স্বভাষালঙ্কার—৯ম শতকের মধ্যভাগ) কাব্যাদর্শের আধারে রচিত। 'শার্ঙ্গধর-পদ্ধতি' কোষকাব্যে সঙ্কলিত বিজ্জকা (নামান্তরে বিজয়া) রচিত শ্লোকে দণ্ডিরচিত কাব্যাদর্শের একটি উক্তি প্রসঙ্গক্রমে উল্লিখিত[১৬]। সুতরাং উপরোক্ত প্রসঙ্গসমূহ পর্যালোচনা করে ৬৫০-৭৫০ খ্রী. পর্যন্ত দণ্ডীর কাল হিসাবে আনুমানিক সিদ্ধান্ত করা যায়। কাব্যাদর্শে মহারাষ্ট্রীকে প্রকৃষ্ট প্রাকৃত ভাষারূপে নির্দেশ, বৈদর্ভী রীতির শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন, দশকুমারে অন্ধ্র, কলিঙ্গ, কাবেরীপত্তন প্রভৃতি স্থানের কাহিনী বর্ণনা এবং অন্যান্য বহুবিধ প্রসঙ্গ থেকে অনেকে এই লেখককে দাক্ষিণাত্যের অধিবাসী বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন।

দশকুমারচরিত[১৭] ঃ দশকুমার গ্রন্থের দুটি প্রধান ভাগ—পূর্বপীঠিকা ও উত্তরপীঠিকা; প্রথমার্ধে পাঁচটি ও দ্বিতীয়ার্ধে আটটি উচ্ছ্বাস। গ্রন্থের বিভিন্ন পাঠে মূল আখ্যানের অবান্তর ভেদ ছিল। সমগ্র অংশ দণ্ডীর রচনা নয়। মূল গ্রন্থে ৮ জন কুমারের (৭ জনের সম্পূর্ণ কাহিনী এবং ৮মের প্রারম্ভ পর্যন্ত) কাহিনী বর্ণিত ছিল। প্রথমার্ধে দশ কুমারের জন্ম থেকে কৈশোর জীবন, দুজন রাজকুমারীর কাহিনী এবং রাজবাহনচরিতের সূচনা করা হয়েছে। দশকুমারচরিত নামটির সার্থকতা প্রতিপাদনের জন্য অতিরিক্ত দুই কুমারের কাহিনী পরে সংযোজিত। গ্রন্থের সূচনা এবং শেষ অংশ দণ্ডীর রচনা নয়; চক্রপাণি দত্ত নামক দাক্ষিণাত্যবাসী জনৈক পণ্ডিত পূর্বপীঠিকার প্রারম্ভে এবং উত্তরপীঠিকার শেষে অতিরিক্ত কাহিনী যুক্ত করে মূল কাহিনীকে নিটোল পরিসমাপ্তি দান করেছেন। সুতরাং দুই পীঠিকার সামগ্রিক আখ্যানকে তিনটি পর্বে ভাগ করা যায়—ভূমিকাপর্ব, মূলপর্ব এবং খিলপর্ব।

Scanned with CamScanner

কাহিনী ঃ মগধের রাজা রাজহংস, পুষ্পপুরী তাঁর রাজধানী। রাজার তিন মন্ত্রী—ধর্মপাল, পদ্মোদ্ভব ও সিতবর্মা; ধর্মপালের তিন পুত্র—সুমন্ত্র, সুমিত্র ও কামপাল; পদ্মোদ্ভবের দুই পুত্র—সুশ্রুত ও রত্নোদ্ভব; সিতবর্মারও দুই পুত্র—সুমতি ও সত্যবর্মা। মন্ত্রিপুত্রদের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খল কামপাল গৃহত্যাগী, রত্নোদ্ভব বাণিজ্য কর্মে প্রবাসী এবং সত্যবর্মা সংসারবিরাগী হয়ে সন্ন্যাসী; অবশিষ্ট চারজন পৈত্রিক আমত্যপদে ব্রতী।

মালবরাজ মানসার রাজহংসের দ্বারা পরাভূত হয়েও পুনরায় পাটলিপুত্র আক্রমণ করে রাজহংসকে পরাজিত করেন। রাজ্যভ্রষ্ট রাজহংস মন্ত্রীদের সঙ্গে সস্ত্রীক বিন্ধ্যপর্বতে আশ্রয় নিলেন। সেখানে প্রত্যেকে এক একটি পুত্রসন্তান লাভ করলেন। রাজহংসের পুত্র রাজবাহন এবং মিত্রগুপ্ত, মন্ত্রগুপ্ত, প্রমতি ও বিশ্রুত নামক চারজন মন্ত্রিপুত্র একত্র বড় হতে থাকলেন। অন্যদিকে রাজহংসের ভাগ্যবিপর্যয়ের সময় তাঁর সাহায্যের জন্য মিথিলারাজ প্রহারবর্মা যখন এগিয়ে আসছিলেন, তখন বনমধ্যে শবরদের আক্রমণে তাঁর দুই পুত্র ধাত্রীসহ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। ভাগ্যক্রমে ঐ দুই রাজপুত্র উপহারবর্মা ও অপহারবর্মা রাজবাহনের সঙ্গে মিলিত হলে সকলে একত্র বাস করতে থাকেন। রত্নোদ্ভবের পুত্র পুষ্পোদ্ভব, কামপালের পুত্র অর্থপাল এবং সত্যবর্মার পুত্র সোমদত্ত নানা ভাগ্যবিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে রাজপুত্র রাজবাহনের সঙ্গে মিলিত হলেন। একদা রাজবাহন মধ্যরাত্রে বন্ধুদের ত্যাগ করে মাতঙ্গ নামক ব্রাহ্মণের সঙ্গে পাতাল রাজ্যে যাত্রা করলেন। পরদিন বন্ধুরা রাজবাহনের সন্ধানে প্রত্যেকে পৃথক পৃথকভাবে বিভিন্ন স্থানে যাত্রা করলেন এবং প্রত্যেকেই রোমাঞ্চকর অভিযানের মধ্য দিয়ে বিচিত্র-অভিজ্ঞতা অর্জন করে কালক্রমে একে একে অপ্রত্যাশিতভাবে রাজবাহনের সঙ্গে মিলিত হলেন। প্রত্যেকে সকলের সম্মুখে নিজ নিজ অভিজ্ঞতার কাহিনী বর্ণনা করলেন। দশ কুমারের মুখে বর্ণিত কাহিনীই আলোচ্য দশকুমারচরিত নামে প্রসিদ্ধ।

অবন্তিসুন্দরীকথা[২৮] পুঁথিতে রচয়িতার নাম পাওয়া যায় না এবং গ্রন্থটিও অসম্পূর্ণ। প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ ও আলঙ্কারিক অপ্পয়দীক্ষিত তাঁর নামসংগ্রহমালায় অবন্তিসুন্দরী গ্রন্থটিকে দণ্ডীর রচনারূপে উল্লেখ করেছেন[২৯]। প্রাচীন টীকাকারগণও আখ্যায়িকারূপে অবন্তিসুন্দরীর নামে করেছেন[৩০]। সম্ভবতঃ অবন্তিসুন্দরীর কাহিনী ছিল দশকুমারচরিতে বর্ণিত মূল কাহিনীর প্রারম্ভিক অংশ এবং পরবর্তী কালে উক্ত রচনাটি লুপ্ত হলে তার সারাংশ দশকুমারের পূর্বপীঠিকারূপে যুক্ত হয়। তাই পণ্ডিতদের অনুমান দশকুমারের ন্যায় অবন্তিসুন্দরীর মূল কাহিনীও বৃহৎকথার কোনও গল্প থেকে সংগৃহীত। কথাসরিৎসাগরে বর্ণিত কাহিনীর সঙ্গে অবন্তিসুন্দরীতে বর্ণিত কাহিনীর মোটামুটি মিল পাওয়া যায়—শৌনক (রাজকন্যা বন্ধুমতীর প্রণয়ী) কামপালরূপে জন্ম নিয়েছেন, শৌনকপত্নী বন্ধুমতী হয়েছেন কান্তিমতী, এবং বন্ধুমতীর পরিচারিকা জন্ম নিয়েছেন তারাবলীরূপে। অবন্তিসুন্দরীতে সমুদ্রদত্ত ও কাদম্বরী এবং শৌনক ও বন্ধুমতীর আখ্যান বিবৃত। আলোচ্য আখ্যানের সঙ্গে বাণের কাদম্বরী-আখ্যানের সাদৃশ্য থাকলেও ভূষণভট্ট কর্তৃক রচিত কাদম্বরীর উত্তরভাগের আখ্যানের সঙ্গে খুব বেশি তফাৎ লক্ষ্য করা যায়। অবন্তিসুন্দরীর ভূমিকায় দণ্ডীর সংক্ষিপ্ত

Scanned with CamScanner

আত্মজীবনী ব্যতীত ব্যাস, সুবন্ধু, গুণাঢ্য, মূলদেব, শূদ্রক, ভাস, সর্বসেন, প্রবরসেন, নারায়ণ, বাণ ও ময়ূরের নাম উল্লিখিত এবং কয়েকজনের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত তথ্য পরিবেশিত[৩১]।

রচনাশৈলীর বিচারে অবন্তিসুন্দরী কথা বাণভট্টের কাদম্বরীর সমপর্যায়ের রচনা। ভাব, ভাষা ও আঙ্গিকের ক্ষেত্রে দণ্ডী সম্ভবতঃ সুপরিকল্পিতভাবে বাণকে অনুসরণ করেছেন। শিবরাম, কবীন্দ্রাচার্যসরস্বতী, হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ, জীবানন্দ বিদ্যাসাগর, তারানাথ তর্কবাচস্পতি প্রভৃতি আধুনিক পণ্ডিতগণ দশকুমারের টীকা রচনা করেছেন।

প্রাচীন সাহিত্যের বিদগ্ধ সমালোচক ও রসিকজন দণ্ডীর কবিকৃতির প্রশংসা করে তাঁকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কোনও সহৃদয়ের মতে বাল্মীকির পর ব্যাসের স্থান এবং তারপর দণ্ডীর মর্যাদা[৩২]; কোনও মতে দণ্ডী ও বাণভট্টের কাছে অন্য কবিরা রুদ্ধবাক[৩৩]; অপর কিংবদন্তীতে বলা হয়েছে যে কালিদাস ও দণ্ডী উভয়ের উৎকর্ষ বিচারে স্বয়ং বাগ্‌দেবী দণ্ডীকে মহৎ কবির মর্যাদা দেন এবং কালিদাসকে আত্মস্বরূপ বলে দাবী করেন[৩৪]। আলঙ্কারিক রাজশেখর দণ্ডীর তিনটি গ্রন্থের সমধিক জনপ্রিয়তার কথা প্রচার করেছেন একথা পূর্বেই উক্ত। অপর একটি প্রসিদ্ধ শ্লোকে কালিদাস, ভারবি ও মাঘের বৈশিষ্ট্য উল্লেখের সঙ্গে দণ্ডীর পদলালিত্য প্রশংসিত[৩৫]; গঙ্গাদেবী স্বীয় কাব্যে দণ্ডীর অমৃতকল্প বাণীর গুণগান করেছেন[৩৬]।

দশকুমারচরিতে আধুনিক উপন্যাসসুলভ বহু উপাদান বর্তমান। দণ্ডীর প্রধান আকর্ষণ তার বাস্তবধর্মিতা; রাজা, রাজপুত্র, রাজকন্যা, মন্ত্রী, মন্ত্রিপুত্র প্রভৃতি রাজকীয় চরিত্রের সঙ্গে ধূর্তা রাজগণিকা, প্রতারক বৌদ্ধভিক্ষু, চতুরা কুট্টনী, যবন নাবিক, ভণ্ড জুয়াড়ী ও সন্ন্যাসী, লুব্ধ ব্রাহ্মণ, নিপুণ তস্কর প্রভৃতি সমাজের সর্বস্তরের বহুবিধ চরিত্রের ভীড়; অন্যদিকে মর্ত্যের রাজকুমার ও পাতালপুরীর রাজকুমারীর রোমান্টিক প্রেম, জাহাজডুবি, রাষ্ট্রদ্রোহ, জলযুদ্ধ, মারদাঙ্গা, খুন, নারীহরণ প্রভৃতি লোমহর্ষক ঘটনার ঘনঘটা। মৃচ্ছকটিকের মত দণ্ডীর রচনাতেও তৎকালীন নগরজীবনের অবক্ষয়, বিলাসব্যসনপ্রমোদ, লাম্পট্য, গণিকাসক্তি, ভণ্ডামি, রাজনীতির কুটিল আবর্ত, গণজীবনের সাধারণ আমোদ-আহ্লাদ, দারিদ্র্য এবং নায়ক ও অন্যান্য প্রধান চরিত্রের শৌর্য-বীর্য-বুদ্ধিমত্তা প্রভৃতি সুনিপুণ কৌশলে মনোহারী ভাবে ও চিত্তাকর্ষক ভাষায় অঙ্কিত[৩৭]। অর্থশাস্ত্র, কামশাস্ত্র, ব্যাকরণ ও অলঙ্কারশাস্ত্রে দণ্ডীর অসাধারণ পাণ্ডিত্য। তাঁর নায়কেরা বহুবিদ্যাবিশারদ, ছলে-বলে-কৌশলে আপন আপন উদ্দেশ্যসাধনে তৎপর এবং ভূমি ও নারীর ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠায় উদ্যমী। গতানুগতিকতাবর্জিত, সাহিত্যগুণসমৃদ্ধ ও সরল রচনা এবং রোমাঞ্চকর কাহিনী সংস্কৃত সাহিত্যে এই প্রথম; কোনও কোনও ক্ষেত্রে প্রাচীন কথাসাহিত্যের কিঞ্চিৎ প্রভাব পড়লেও ভাব-ভাষা ও কাহিনীগ্রন্থনে দণ্ডীর অনন্যসুলভ কৃতিত্ব সর্বজনস্বীকার্য। শৃঙ্গার, বীর, বীভৎস, করুণ, হাস্য প্রভৃতি রসের সমাবেশ, সরস বাচনভঙ্গী, ওজস্বী ভাষা, বিচিত্র শব্দসম্ভার প্রভৃতি বহুগুণে দশকুমার অতুলনীয় সৃষ্টি[৩৮]।

দণ্ডীর রচনাশৈলীর নমুনা ঃ রাজা রাজহংসের বর্ণনা—তত্র বীরভট-পটলোত্তরঙ্গ-তুরঙ্গকুঞ্জর-মকরভীষণ-সকলরিপুগণকটকজলনিধিমথন-মন্দরায়মাণ-সমুদ্দণ্ড-ভুজদণ্ড-

মণ্ডলঃ পুরন্দর-পুরাঙ্গণ-বনবিহরণপরায়ণ-তরুণগণিকাগণনীয়মানয়া অতিমানয়া শর-দিন্দুকুন্দঘন-সার-নীহারহার-মৃণালমরাল-সুরগজনীর-ক্ষীরগিরীশাট্টহাস-কৈলাশকাশ-নীকাশমূর্ত্যা রচিতদিগন্তরালপূর্ত্যা কীর্ত্যা অভিতঃ সুরভিতঃ, স্বর্লোকশিখরোরু-রুচিররত্ন-রত্নাকরবেলামেখলাবলয়িত-ধরণীরমণী-সৌভাগ্যভোগভাগ্যবান্ অনবরত-যাগ-দক্ষিণারক্ষিতশিষ্টবিশিষ্ট-বিদ্যাসম্ভারভাসুর-ভূসুরনিকরো বিরচিতারাতিসন্তাপেন প্রতাপেন সততুলিত-বিয়ন্মধ্যহংসো রাজহংসো নাম ধনদর্পকন্দর্প-সৌন্দর্য-সোদর্যহৃদ্যনিরবদ্য-রূপো ভূপো বভূব। দশকুমার (হরিদাস) পৃঃ ৪৬।

অবন্তিসুন্দরীকথায় লক্ষ্মীর বর্ণনা—'কিমনয়া নাচরিতম্ ইন্দ্রজালেষু? কিমনভ্যস্তং প্রলম্ভনেষু? কিমু শোষিতং মহাপাতকেষু? কিমগণিতমকার্যেষু? কিমপ্রবর্তিতং বর্ণসঙ্করেষু? কিমভিন্নং মর্যাদাসু? কিমনুদ্ভাবিতং মোহবিলসিতেষু? কিমপ্রতিহতং জালবর্ত্মসু? রজ্জুরিয়মুদ্বন্ধনায় সত্যবাদিতায়া, বিষমিয়ং জীবিতহরণায় মাহাত্ম্যস্য, শস্ত্রমিয়ং বিশসনায় সৎপুরুষবৃত্তান্তানাম্, অগ্নিরিয়ং নির্দহনায় ধর্মস্য, সলিলমিয়ং নিমজ্জনায় সৌজন্যস্য, ধূলিরিয়ং ধূসরীকরণায় চরিত্রস্য....।'

অবন্তিসুন্দরীকথায় নৃত্যরতা বিন্ধ্যসেনার বর্ণনা—'অধিকচতুরশ্রচারিতাক্ষিভ্রুবম্, অবিরলচরণনিকুঞ্চনক্কনিতনূপুরম্, আবিদ্ধাকুলকুসমদামধম্মিল্লবন্ধম্, অসকৃদাকুঞ্চিত-প্রসারিতাঞ্চিতোৎক্ষিপ্তভুজলতাবলম্বিতোত্তরীয়ম্ আরোচিতনিতম্বফলকবাচালমেখলম্, আন্দোলিতকর্ণপাশলোলকুণ্ডলাবঘট্টিতাংসম্, অনবধানস্খলিতপাদবিষমিতলয়ম্, আয়াসশ্বাসভিন্নগীতরাগম্, আবর্জ্জিতপৃথুপয়োধরহারম্....।'

বাণভট্ট ঃ সংস্কৃত সাহিত্যগগনের অন্যতম উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক অসামান্য প্রতিভাধর লেখক বাণভট্ট। ভারতীয় কবিসাহিত্যিকগণের যে কতিপয়ের সম্পর্কে ইতিহাসনিষ্ঠ প্রামাণ্য পরিচয় সংগ্রহ করা যায়, ইনি তাঁদের মধ্যে একজন। বাণ তাঁর দুটি গদ্য রচনায় (কাদম্বরীর ভূমিকায় কয়েকটি শ্লোকে এবং হর্ষচরিতের ১ম ও ২য় পরিচ্ছেদে এবং তৃতীয়ের প্রথমার্ধে) আত্মপরিচয় দিয়েছেন। কান্যকুব্জের অন্তর্গত হিরণ্যবাহু বা শোণ নদীর তীরবর্তী প্রীতিকূট নামক ব্রাহ্মণপ্রধান জনপদে বাৎস্যায়ন-গোত্রীয় ব্রাহ্মণবংশে বাণভট্টের জন্ম হয়। কুবেরের পুত্র পশুপতি, পশুপতির পুত্র অর্থপতি, অর্থপতির পুত্র চিত্রভানু। চিত্রভানু ও রাজ্যদেবীর পুত্র বাণভট্ট। তাঁর পিতৃপিতামহ শাস্ত্রজ্ঞ বিদ্বান পণ্ডিতরূপে সমাজে বিশেষ প্রতিপত্তি অর্জন করেছিলেন। অতি শৈশবেই বাণের মাতৃবিয়োগ হলে তিনি পিতার দ্বারা পালিত হন, তিনি বাল্যকালেই পিতার কাছে বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং পণ্ডিতবংশের যোগ্য মর্যাদায় অভিষিক্ত হন। কিন্তু মাত্র চোদ্দ বছর বয়সেই তাঁর পিতৃবিয়োগ ঘটে। মাতাপিতৃহীন কিশোর যৌবনের প্রারম্ভেই সংসার ত্যাগ করে দেশভ্রমণের অদম্য কৌতূহল নিয়ে আনন্দের নেশায় উদ্দেশ্যহীনভাবে ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়ালেন[৩১]। উদ্দামপ্রকৃতি উন্মুক্তস্বভাব বাণ বাধাবন্ধহীন অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন করলেন এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করলেন। উদ্ভ্রান্ত কিশোর শ্মশান-বৈরাগ্য নিয়ে ঘুরতে

Scanned with CamScanner

ঘুরতে অল্প বয়সেই জগৎ ও জীবন সম্পর্কে বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও বহু অন্তরঙ্গ সুহৃদ সংগ্রহ করলেন[৩০]। তিনি তাঁদের সঙ্গে নানান রাজসভায়, বিশ্ববিদ্যালয়ে, আলোচনাসভায় যোগ দিলেন। তাঁর ভবঘুরে যাযাবর জীবনযাত্রা সম্পর্কে কিছু অপবাদ রটলেও পাণ্ডিত্য ও কবিত্বের খ্যাতি প্রসিদ্ধি লাভ করল। কিছুকাল পর তিনি শ্মশান-বৈরাগ্য ত্যাগ করে গৃহে ফিরলেন। হঠাৎ একদিন স্থাণ্বীশ্বরের রাজা শ্রীহর্ষের ভ্রাতা কৃষ্ণদেব এক দূতের মারফৎ রাজার নিমন্ত্রণ পত্র পাঠালেন। মহারাজ হর্ষের আবাহনে বাণ কিঞ্চিৎ বিচলিত হলেন[৩১]। অবশেষে মনঃস্থির করে তিনি রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাত্রার জন্য বাণ হর্ষের দ্বারা কিঞ্চিৎ ভর্ৎসিত হলেও তাঁর আন্তরিক প্রীতি হৃদয়ে অনুভব করলেন[৩২] এবং অল্পকালের মধ্যেই সম্রাট হর্ষের কাছে প্রেম, বিশ্বাস ও সম্মানের পরাকাষ্ঠা লাভ করলেন। সুতরাং নিঃসন্দিগ্ধভাবে বলা যায় বাণভট্ট সপ্তম শতকের প্রথমার্ধে নাট্যকার ও সাহিত্যানুরাগী সম্রাট শ্রীহর্ষের অন্তরঙ্গ সুহৃদ্ এবং বিদগ্ধ সাহিত্যিকরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন[৩৩]। শ্রীহর্ষের জীবৎকাল এবং তার অগ্রপশ্চাৎ দু-এক শতাব্দী সংস্কৃত সাহিত্যের সুবর্ণযুগ; এই কতিপয় শতাব্দীর মধ্যেই সুবন্ধু, দণ্ডী, ভট্টি, ময়ূরভট্ট, উদ্যোতকর প্রভৃতি কবিমনীষীদের আবির্ভাব ঘটেছিল। বাণ তাঁর পূর্ববর্তী এবং সমসাময়িক খ্যাতকীর্তি সাহিত্যিকগণের কতিপয়ের সপ্রশংস উল্লেখ করেছেন। নাট্যকার ভাস, প্রবরসেন, কালিদাস, ভট্টারহরিচন্দ্র, গদ্যকাব্য বাসবদত্তা প্রভৃতির সশ্রদ্ধ উল্লেখ[৩৪] থেকে বোঝা যায় তিনি প্রাচীন ও সমসাময়িক সাহিত্য সম্পর্কে বিশেষ অবহিত ছিলেন।

বাণরচিত গদ্যকাব্যদ্বয়ের মধ্যে কথাকাব্যরূপে **কাদম্বরী**[৩৫] সংস্কৃত সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি। কথাসরিৎসাগরে (মূলে গুণঢ্যের বৃহৎকথায়) বর্ণিত (৫৯ তরঙ্গ) রাজা সুমনসেনের কাহিনী অবলম্বনে কাদম্বরীর আখ্যানভাগ বিন্যস্ত[৩৬]। নায়িকা কাদম্বরীর তিন জন্মের বৃত্তান্ত অবলম্বনে পূর্বোক্ত কাহিনীই নবরূপে পরিকল্পিত। কিন্তু বাণ এই কাব্যকে সমাপ্তি দান করতে পারেন নি। পূর্বার্ধ পর্যন্ত তাঁর রচনা। সমগ্র উত্তরার্ধ রচনা করে অসমাপ্ত কাদম্বরীকথাকে সমাপ্তি দান করেন তাঁর পুত্র ভূষণভট্ট (পাঠান্তরে পুলিন্দ, পুলিন্দ্র বা পুলিন্ধ্র)। কবিপুত্র পিতার অসমাপ্ত রচনা সমাপ্ত করার কারণ হিসাবে বলেছেন—'পিতার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর আরব্ধ কথাপ্রবন্ধ পৃথিবীতে তাঁর বাক্যের মতই অসমাপ্ত অবস্থায় বিচ্ছিন্ন হল। কাদম্বরী কথা সমাপ্ত না হওয়ায় সাহিত্যরসিকদের দুঃখ দেখে আমি সেটি সমাপ্ত করার উদ্দেশ্যে পুনরায় আরম্ভ করছি। এই কাজে স্বকীয় কবিত্বের অহঙ্কার নেই[৩৭]।'

পূর্বার্ধের-কাহিনী :—বিদিশার রাজা শূদ্রকের রাজসভায় পরমাসুন্দরী এক চণ্ডালকন্যা পিঞ্জরাবদ্ধ শুকপাখিকে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হলেন। তারপর শুক আপন বৃত্তান্ত শোনাতে আরম্ভ করল—শিশুকালে সে ব্যাধের আক্রমণ থেকে ভাগ্যবলে রক্ষা পেয়ে জাবালি মুনির পুত্র হারীতের দ্বারা লালিতপালিত হয়। আশ্রমবাসীদের অনুরোধে জাবালি এই শুকের কাহিনী সকলের কাছে বর্ণনা করেন। কথামুখে প্রারম্ভিক কাহিনী এই পর্যন্ত বর্ণিত।

Scanned with CamScanner

জাবালির মুখে দ্বিতীয় কাহিনী—উজ্জয়িনীর রাজা তারাপীড়ের পুত্র চন্দ্রাপীড়, মন্ত্রী শুকনাস। মন্ত্রিপুত্র বৈশম্পায়ন রাজপুত্রের সমবয়সী বন্ধু। চন্দ্রাপীড় ও বৈশম্পায়ন দিগ্বিজয় যাত্রায় নির্গত হয়ে হেমকূট পর্বতে কিরাতদের দুর্গ অধিকার করলেন। তারপর হিমালয়-পার্শ্ববর্তী কিন্নরমিথুনের পশ্চাৎ অনুসরণ করতে করতে যুবরাজ চন্দ্রাপীড় অচ্ছোদসরসী নামে এক রমণীয় জলাশয়ের তীরে উপস্থিত হলেন। তিনি সেখানে এক দেবালয়ে বীণাবাদনরতা অলৌকিকলাবণ্যবতী গন্ধর্বরাজকন্যা মহাশ্বেতাকে দেখে তার স্বর্গীয় সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হলেন। চন্দ্রাপীড় মহাশ্বেতাকে তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন।

মহাশ্বেতা চন্দ্রাপীড়কে আপন জীবনবৃত্তান্ত শোনালেন—একদা মহাশ্বেতা তার জননীর সঙ্গে অচ্ছোদসরসীতে অবগাহন করতে এসে লক্ষ্মীর মানসপুত্র পুণ্ডরীকের সঙ্গে পরিচিত হন। পুণ্ডরীক ও মহাশ্বেতা পরস্পরের প্রণয়ে আত্মহারা হলেন। মহাশ্বেতা গৃহে ফিরে গেলেও পুণ্ডরীকের বিরহে আকুল হয়ে সখী তরলীকার সঙ্গে পুনরায় অচ্ছোদসরোবরের তীরে প্রেমিকের সঙ্গে মিলনের আশায় ফিরে এলেন; কিন্তু ততক্ষণে পুণ্ডরীক মহাশ্বেতার বিরহব্যথায় প্রাণ ত্যাগ করেছেন। বন্ধু কপিঞ্জলের কোলে পুণ্ডরীকের মৃতদেহ। অসহনীয় দুঃখে মহাশ্বেতাও প্রণয়ীর চিতায় আত্মাহুতি দিতে প্রস্তুত হলেন। এমন সময় হঠাৎ এক দৈববাণী হল—'মহাশ্বেতা ধৈর্য ধর, একদিন তোমাদের মিলন হবে।' এই সংবাদ দিয়ে চন্দ্রমণ্ডলের এক দেবতা পুণ্ডরীকের দেহ নিয়ে চন্দ্রলোকে যাত্রা করলেন। কপিঞ্জল তাঁর অনুসরণ করলেন। তার পর থেকেই মহাশ্বেতা ব্রতচারিণী তপস্বিনী হয়ে অচ্ছোদসরোবরের তীরবর্তী মন্দিরে শিবের আরাধনায় নিরতা। তাঁর অভিন্নহৃদয়া সখী কাদম্বরী মহাশ্বেতার শোচনীয় অবস্থা দেখে প্রতিজ্ঞা করলেন মহাশ্বেতা অবিবাহিতা থাকলে তিনিও বিবাহ করবেন না। কিন্তু মহাশ্বেতার অনুরোধে কাদম্বরী সেই কঠিন প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ করেন। অতঃপর মহাশ্বেতার অনুরোধে চন্দ্রাপীড় হেমকূটপর্বতে গন্ধর্বরাজ চিত্ররথের অন্তঃপুরে রাজকুমারী কাদম্বরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন; তাঁরা পরস্পরের প্রেমে মগ্ন হলেন। চন্দ্রাপীড় শিবিরে ফিরে এলেন, কিন্তু তাঁর মন প্রেমিকার চিন্তায় মগ্ন হয়ে রইল। মহাশ্বেতার প্রচেষ্টায় পুনরায় প্রেমিক-প্রেমিকার সাক্ষাৎ হল; এবার চন্দ্রাপীড় আপন বান্ধবী তাম্বূলকরঙ্কবাহিনী পত্রলেখাকে কাদম্বরীর কাছে রেখে শিবিরে ফিরলেন। ঠিক সেই সময় দূত রাজাজ্ঞা নিয়ে চন্দ্রাপীড়ের শিবিরে পৌঁছালেন। পিতার আদেশমত চন্দ্রাপীড় রাজধানীতে ফিরলেন। শিবিরে বৈশম্পায়ন প্রিয়সুহৃদ চন্দ্রাপীড়ের প্রতিনিধি হয়ে থাকলেন। কিছুদিন পর পত্রলেখাও কাদম্বরীর কাছ থেকে উজ্জয়িনীতে ফিরে বিরহদীর্ণা কাদম্বরীর দুঃসহ অবস্থার কথা চন্দ্রাপীড়কে নিবেদন করলেন। চন্দ্রাপীড় প্রণয়িনীর চিন্তায় উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। বাণভট্টরচিত কাদম্বরীর কাহিনী এখানেই সমাপ্ত। উত্তরার্ধ বা কাহিনীর পরবর্তী অংশ কবিপত্র ভূষণভট্টের রচনা।

উত্তরার্ধের কাহিনী ঃ চন্দ্রাপীড় পুনরায় কাদম্বরীর সঙ্গে মিলনের জন্য রাজধানী থেকে যাত্রা করলেন; পথে কেয়ূরকের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হল। কেয়ূরকের কাছে কাদম্বরীর জীবনহানির আশঙ্কা শুনে চন্দ্রাপীড় কেয়ূরক, মেঘনাথ ও পত্রলেখাকে প্রিয়তমার সকাশে

Scanned with CamScanner

প্রেরণ করলেন। মাঝপথে তিনি বন্ধু বৈশম্পায়নের সংবাদ গ্রহণ করতে শিবিরে গিয়ে শুনলেন বৈশম্পায়ন কামপীড়িত হয়ে মহাশ্বেতাকে উপভোগ করতে চেয়েছিলেন, ফলে তার অভিশাপে পাখিতে পরিণত হয়েছেন। প্রিয় বন্ধুর এমন করুণ পরিণতির কাহিনী শুনে চন্দ্রাপীড়ও দুঃখে প্রাণত্যাগ করেন। এমন সময় কাদম্বরী পত্রলেখার সঙ্গে প্রণয়ীর অভিসারে সেখানে এলেন। প্রিয়তমের মৃত্যুঘটনা শুনে তিনিও সহমরণের জন্য প্রস্তুত হলেন। পরিচারিকা পত্রলেখা ও বাহন ইন্দ্রায়ুধ প্রভুর বিচ্ছেদ সহ্য করতে না পেরে সেই অচ্ছোদ সরোবরের জল ঝাঁপ দিয়ে মৃত্যু বরণ করলেন। এমন সময় দৈববাণী হল—'পুণ্ডরীকের দেহ চন্দ্রলোকে অক্ষত আছে; কাদম্বরীকে চন্দ্রাপীড়ের মৃতদেহ অক্ষতভাবে রক্ষা করতে হবে। পুণ্ডরীকের অভিশাপে চন্দ্র মর্ত্যলোকে চন্দ্রাপীড় হয়ে জন্ম নিলেন, চন্দ্রের অভিশাপে পুণ্ডরীক হলেন বৈশম্পায়ন, কপিঞ্জলও এক নভশ্চর পুরুষের অভিশাপে ইন্দ্রায়ুধ নামে অশ্ব হয়ে জন্ম নিলেন। অন্যদিকে বৃদ্ধ রাজা তারাপীড় ও মন্ত্রী শুকনাস পুত্রদের সন্ধানে সস্ত্রীক বনে উপস্থিত হলেন; কিন্তু চন্দ্রাপীড় ও বৈশম্পায়নের সাক্ষাৎ না পেয়ে তাঁরা বনবাসী হলেন। জাবালির বর্ণনা এখানেই সমাপ্ত।

উপসংহারে শুক পুনরায় শূদ্রককে বলল—তপস্যার পুণ্যফলে কপিঞ্জল আমার (শুকরূপী পুণ্ডরীকের) অনুসন্ধানে আশ্রমে এলেন এবং আমার আসন্ন মুক্তির বার্তা জানিয়ে বিদায় নিলেন। আমি (শুকরূপী পুণ্ডরীক) মহাশ্বেতার দর্শনাকাঙ্ক্ষায় যখন উদ্বিগ্নচিত্তে আসছি, তখন এক ব্যাধ আমাকে ধরে এই চণ্ডালকন্যার হাতে সমর্পণ করে এবং সেই চণ্ডালকন্যার সঙ্গে আমিও পিঞ্জরাবদ্ধ হয়ে শূদ্রকের সভায় উপস্থিত হয়েছি। চণ্ডালকন্যাকে জিজ্ঞাসা করায় সে শূদ্রককে বলল, 'মহারাজ, এই সমস্তই আপনাদের পূর্বজন্মের কাহিনী। এই পাখিটি আমার সন্তান পুণ্ডরীক; ওর কামমোহ আজও বিদূরিত হয় নি, তাই ওর পিতা শ্বেতকেতু ওকে রক্ষা করার জন্য আমাকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। অবশেষে চণ্ডালকন্যারূপিণী লক্ষ্মী (পুণ্ডরীকের মাতা) অন্তর্হিতা হলেন। শুক ও শূদ্রক দেহত্যাগ করলেন। তার ফলে চন্দ্রাপীড়েরর মৃতদেহ প্রাণ ফিরে পেল এবং পুণ্ডরীক আকাশ থেকে সশরীরে আবির্ভূত হলেন। চন্দ্রাপীড় ও কাদম্বরী এবং পুণ্ডরীক ও মহাশ্বেতার মিলন ঘটল।

প্রাচীন রসজ্ঞ সমালোচক, বিদগ্ধ পণ্ডিত ও সহৃদয় পাঠক কাদম্বরীর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তাই কোনও রসিক সমালোচক সংক্ষিপ্ত ভাষায় বাণের প্রতিভার মূল্যায়ন করেছেন—'বাণোচ্ছিষ্টং জগৎ সর্বম্'—সাহিত্যে এমন কোনও ভাব নেই, যা বাণের লেখনীস্পর্শে সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে নি। কাদম্বরীর রসচর্বণায় সহৃদয় সামাজিকের হৃদয় আবর্জিত হয়[৪৮]। সুন্দরী সুকণ্ঠী চপলা তরুণী যেমন আপন বিলাসবিভ্রমে জগৎকে মোহিত করে, বাণের বাণীও তেমনি পাঠকের চিত্তহারিণী[৪৯]। স্বয়ং বাগ্‌দেবী সরস্বতীই যেন অধিক প্রলুভতা প্রকাশের ছলে পুরুষের বেশে কবি বাণরূপে আবির্ভূত[৫০]। কবিতাকামিনীর অন্তরে কবি বাণই পঞ্চশর অনঙ্গ[৫১]। সংস্কৃত সাহিত্যসাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধীশ্বর বাণভট্ট[৫২]।

বাণের গদ্যশৈলী সংস্কৃতসাহিত্যের সমৃদ্ধি ও পরিপুষ্টির সর্বোত্তম নিদর্শন। বাণ মধ্যাহ্ন গগনের উজ্জ্বল ভাস্কর; তাঁর উগ্র-কমনীয় নির্মল কাব্যকিরণচ্ছটায় প্রাচীন ও

Scanned with CamScanner

নবীন পাঠকসমাজ প্রাণরসে উচ্ছল, আবেগে দীপ্ত। কবি ক্বচিৎ ভাবরাজ্যে সুদূর কল্পলোকের যাত্রী, কখনও বা ভাষার মণ্ডনশিল্পে নিপুণ স্থপতির মতো অলঙ্কার ও রসের কারুকার্যে সাহিত্যের প্রাসাদনির্মাণে মগ্ন, ক্বচিৎ শব্দচিত্র ও ভাবচিত্রের যাদুস্পর্শে শ্রুতি ও বোধির ওপর অপরূপ মায়াজাল বিস্তার করেন। কাদম্বরীতে পরপর তিন জন্মের প্রেম এক জন্মের কাহিনীতে বর্ণিত। এখানে নায়ক-নায়িকা ও অন্যান্য চরিত্রের জন্মান্তরীয় পরিণতি metamorphosis নয়। এই মানবীয় প্রণয় ও প্রীতি জন্মান্তরেও অম্লান; তাই সেই জন্মান্তরসৌহার্দেও প্রেমের আবেগ যেমন তীব্র, কর্তব্যবোধও তেমনি কঠিন। প্রেম একদিকে যেমন দুর্বার জৈব আবেগ, অন্যদিকে তেমনি এক মহতী মানসী চেতনা; তাই প্রণয়ের ক্ষেত্রে সংযমের শৈথিল্য, কর্তব্যবোধের অমর্যাদা হলে, তার সঙ্গে সৌন্দর্য ও মঙ্গলের বিরোধ ঘটলে, বিবেকের প্রায়শ্চিত্ত অবশ্যম্ভাবী। সেই কারণেই কখনও মৃত্যুতে, কখনও বা অন্য কোনও করুণ দুর্দশায় প্রণয়ের শান্তি স্থাপিত হয়[৫০]।

কাদম্বরীর কাহিনীসৃষ্টিতে মৌলিকত্ব না থাকলেও সমগ্র কাহিনীর বিন্যাস ও পরিবেশনায় কবির অসামান্য প্রতিভার স্বাক্ষর প্রতিফলিত। চণ্ডালকন্যার দীপ্রসুন্দর রূপ, রমণীয় অচ্ছোদসরসী, ভীষণ-গম্ভীর উগ্রশান্ত বিন্ধ্যাটবী, বৃদ্ধ তপস্বী জাবালির রুক্ষ-রুদ্র মূর্তি, তপস্বিনী মহাশ্বেতার রূপলাবণ্যের স্বর্গীয় মাধুরী, শবরসৈন্যের ভয়াবহতা প্রভৃতি প্রতিটি চিত্রই অসামান্য অনন্যসাধারণ দক্ষতায় অঙ্কিত। প্রকৃতির রমণীয় ও ভীষণ রূপ, নরনারীর দেহলাবণ্য ও আন্তর সৌন্দর্য, প্রেমের উন্মেষ ও বিস্তারে হৃদয়ের তন্ত্রীতে অপূর্ব ব্যঞ্জনা, প্রেমিক-প্রেমিকার চিত্তে মিলনবিরহের বিচিত্র দ্বন্দ্ব—সর্ববিধ বর্ণনায় বাণের লেখনী অবাধ গতিতে বিচরণ করে। প্রকৃতি ও মানবজীবনের চিত্রণে বাণ নিজের বাস্তব জীবনের বহুমুখী অভিজ্ঞতার সঙ্গে অসামান্য কবিত্বশক্তির সমন্বয়ে যে বিপুল সম্ভার সৃষ্টি করেছেন, তা বিশ্বসাহিত্যের সম্পদ। ভাষার ওজস্বিতা ও ভাবের প্রসাদগুণ—উৎকৃষ্ট গদ্যের সমস্ত বৈশিষ্ট্যই তাঁর রচনায় বর্তমান। উপমা, উৎপ্রেক্ষা, বিরোধাভাস, রূপক, পরিসংখ্যা প্রভৃতি অলঙ্কারের বিচিত্র সার্থক প্রয়োগে তিনি সিদ্ধহস্ত। বক্রোক্তি ও স্বভাবোক্তির নিপুণ ব্যবহার, শ্লেষের চাতুর্য, শব্দালঙ্কারের চমক এবং সর্বোপরি ভাষা ও ভাবের সাবলীল গতি বাণের অসামান্য কবিত্বশক্তির সম্পদ। কথাসাহিত্যে (কথাসরিৎসাগর, পঞ্চতন্ত্র প্রভৃতি রচনায়) কাহিনীবিন্যাসের যে শৈলী, বাণ তাই অবলম্বন করেছেন। কিন্তু মূল গল্পের প্রসঙ্গে মধ্যবর্তী উপাখ্যানগুলি সামগ্রিক উপলব্ধির প্রধান অন্তরায়। মূলকাহিনীর তুলনায় প্রাসঙ্গিক উপকাহিনীগুলির মাত্রাতিরিক্ত বিস্তার বারবার পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটায় ও স্মৃতিশক্তিকে পীড়া দেয়। গল্পের কাঠামো অতি জটিল[৫১] এবং প্রাথমিক পর্বে প্রায় দুর্বোধ্য। একথা অনস্বীকার্য যে বাণের রচনায় বর্ণনার আতিশয্য কাহিনীর গতিকে যেমন খর্ব করেছে, তেমনি ভাবের অসংযত আবেগ ও পাণ্ডিত্যের গুরুভার সাধারণ পাঠকের নিকট বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে। অবশ্য পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরা সংস্কৃত গদ্যের এই সাড়ম্বর শৈলীকে কখনও সুবিচার করতে পারেন নি[৫২]। অলঙ্কারশাস্ত্রের সরণিকে অঙ্গীকার করে বাণ যে নৈপুণ্যপ্রদর্শনীর আয়োজন করেছেন, সেখানে তাঁর বৈদগ্ধ্যের উপচার কখনওই দুর্বিষহ হয় নি। যেমন রসনোপমার একটি উদাহরণ—

Scanned with CamScanner

'ক্রমেণ চ কৃতং মে বপুষি বসন্ত ইব মধুমাসেন, মধুমাস ইব নবপল্লবেন, নবপল্লব ইব কুসুমেন, কুসুম ইব মধুকরেন, মধুকর ইব মদেন, নবযৌবনেন পদম্'। কাদম্বরী।

পরিসংখ্যা অলঙ্কারের চাতুর্যে মণ্ডিত একটি রমণীয় বর্ণনা—যত্র চ মলিনতা হবির্ধূমেষু ন চরিতেষু, মুখরাগঃ শুকেষু ন কোপেষু, তীক্ষ্ণতা কুশাগ্রেষু ন স্বভাবেষু, চঞ্চলতা কদলীদলেষু ন মনঃসু, চক্ষুরাগঃ কোকিলেষু ন পরকলত্রেষু, কণ্ঠগ্রহঃ কমণ্ডলুষু ন সুরতেষু, মেখলাৰন্ধো ব্রতেষু নের্ষ্যাকলহেষু, স্তস্পর্শো হোমধেনুষু ন বনিতাসু, পক্ষপাতঃ কৃকবাকুষু ন বিদ্যাবিবাদেষু, ভ্রান্তিরনলপ্রদক্ষিণেষু ন শাস্ত্রেষু, বসুসঙ্কীর্তনং দিব্যকথাসু ন তৃষ্ণাসু, গণনা রুদ্রাক্ষবলয়েষু ন শরীরেষু, মুনিৰালনাশঃ ক্রতুদীক্ষয়া ন মৃত্যুনা, রামানুরাগো রামায়ণেন ন যৌবনেন, মুখভঙ্গবিকারো জরয়া, ন ধনাভিমানেন...। কাদম্বরী

ওজোগুণের আড়ম্বরের মধ্যেও ক্বচিৎ প্রসাদগুণের রম্যতা ও সাবলীল বাগ্‌-ভঙ্গিমা—শুকের মুখে অরণ্যভূমিতে উদ্ভাসিত প্রভাতের বর্ণনা—একদা তু প্রভাতসন্ধ্যারাগ-লোহিতে গগনতলে কমলিনীমধুরক্তপক্ষসম্পুটে বৃদ্ধহংস ইব মন্দাকিনীপুলিনাদপর-জলনিধিতটমবতরতি চন্দ্রমসি, পরিণত-রঙ্কুরোমপাণ্ডুনি ব্রজতি বিশালতামাশাচক্রবালে, গজরুধিররক্ত-হরিসটালোহিনীভিঃ প্রতপ্তলাক্ষিকতন্তু-পাটলাভিরায়ামিনীভিঃ অশিশির-কিরণদীধিতিভিঃ পদ্মরাগশলাকা-সম্মার্জনীভিরিব সমুৎসার্য্যমাণে গগনকুট্টিমকুসুমপ্রকরে তারাগণে, সন্ধ্যামুপসিতুমুত্তরাশাবলম্বিনি মানস-সরস্তীরমিবাবতরতি সপ্তর্ষিমণ্ডলে, তটগতবিঘটিত-শুক্তিসম্পুট-বিপ্রকীর্ণমরুণ-করপ্রেরণাধোগলিতমুড়ুগণমিব মুক্তাফলনিকর-মুদ্বহতি ধবলিত-পুলিনম্ উদন্বতি পূর্বেতরে তুষারবিন্দুবর্ষিণি বিবুদ্ধশিখিকুলে বিজৃম্ভমাণ-কেশরিণি করিণীকদম্বক-প্রৰোধ্যমানসমদকরিণি ক্ষপাজলজড়কেসরং কুসুমনিকরমুদয়-গিরিশিখরস্থিতং সবিতারমিবোদ্দিশ্য পল্লবাঞ্জলিভিঃ সমুৎসৃজতি কাননে....। কাদম্বরী

'একদিন। আকাশে লেগেছে ভোরের রং। মধুতে লাল-হয়ে-যাওয়া ডানাদুটি গুটিয়ে বৃদ্ধ হংসের মত (ধীরে ধীরে) মন্দাকিনীর পুলিন থেকে পশ্চিম সমুদ্রে নামছে চাঁদ। বৃদ্ধ রঙ্কু হরিণের রোমের মত পাণ্ডুর দিক্‌চক্রবাল ক্রমশ বিশাল হয়ে উঠছে। হাতির রক্তে রাঙা সিংহের কেশরের মত টকটকে, গরম লাক্ষার সুতোর মত লাল, সূর্যের লম্বা লম্বা কিরণগুলি চুণির শলা দিয়ে তৈরি ঝাঁটার মত একটি একটি করে ঝাঁট দিয়ে ফেলে দিচ্ছে আকাশের মেঝে থেকে তারার ফুলগুলি। উত্তরে ঝুলন্ত সপ্তর্ষি নামছেন, বুঝি মানস-সরোবরে (প্রাতঃ) সন্ধ্যা করতে। পশ্চিম সমুদ্রের বালুবেলা সাদা হয়ে গেছে ঝিনুকের কৌটো খুলে ছড়িয়ে পড়া রাশি রাশি মুক্তোয়, যেন সূর্যকিরণের (সম্মার্জনীর) তাড়ায় নিচে পড়ে গেছে তারারা। বনময় টুপটাপ টুপটাপ ঝরছে শিশির। ময়ূরেরা জাগছে। সিংহেরা হাই তুলছে। করেণুরা মত্তমাতঙ্গদের জাগিয়ে তুলছে। সারারাত হিম পড়ে-পড়ে ফুলের কেশরগুলি জমে গেছে, ঝরকে ঝরকে ঝরছে সেই ফুল, মনে হচ্ছে যেন উদয়গিরি-শিখরস্থিত সবিতার উদ্দেশে কর-পল্লব জোড় করে পুষ্পাঞ্জলি দিচ্ছে বনভূমি।'

ওজোগুণের ঐশ্বর্যের মধ্যে সরল বাগ্‌বিন্যাস রচনার স্বাভাবিক বৈচিত্র্য বর্ধন করেছে। উদাহরণরূপে বিরহিণী নায়িকার আর্তি এবং কপিঞ্জলের বিলাপ উল্লেখ করা

Scanned with CamScanner

যায়—হা নাথ,.... ক্ব মামেকাকিনীমশরণাম্ অকরুণ বিমুচ্য যাসি?... প্রসীদ। সকৃদপ্যালপ। দর্শয় ভক্তবৎসলাম্। ঈষদপি বিলোকয়। পূরয় মে মনোরথম্। আর্তাস্মি। ভক্তাস্মি। অনুরক্তাস্মি। অনাথাস্মি।.... কিমিতি ন করোষি দয়াম্? কথয় কিমপরাদ্ধম্।.... অলীকানুরাগ-প্রতারণকুশলয়া কিংবা ময়া বামায়া পাপয়া? আঃ! অহমদ্যাপি প্রাণিমি! হা হতাস্মি মন্দভাগিনী।.... কিং মে গৃহেণ, কিমম্বয়া, কিংবা তাতেন, কি বন্ধুভিঃ, কিং পরিজনেন? হা কমুপযামি শরণম্? অয়ি দেব, দর্শয় দয়াম্। বিজ্ঞাপয়ামি ত্বাং দেহি দয়িত দক্ষিণাম্। ভগবতি ভবিতব্যতে, কুরু কৃপাম্, পাহি বনিতামনাথাম্।.... তাত কৈলাসেশ, শরণাগতাস্মি তে, দর্শয় দয়ালুতাম্। কাদম্বরী

হা বঞ্চিতোঽস্মি, হা কিমিদমাপতিততম্! কি বৃত্তম্? উৎসন্নোঽস্মি। দুরাত্মন্ মদন-পিশাচ, পাপ, নির্ঘৃণ, কিমিদমকৃত্যমনুষ্ঠিতম্? আঃ পাপে দুষ্কৃতকারিণি দুর্বিনীতে মহাশ্বেতে কিমনেন তে অপকৃতম্? আঃ পাপ দুশ্চরিত চন্দ্র চাণ্ডাল, কৃতার্থোঽসি!.... হা ধর্ম, নিষ্পরি-গ্রহোঽসি! হা তপঃ, নিরাশ্রয়মসি! হা সরস্বতি, বিধবাসি। হা সত্য, অনাথমসি! সখে, প্রতিপালয় মাম্; অহমপি ভবন্তমনুযাস্যামি। ন শক্নোমি ভবন্তং বিনা ক্ষণমপ্যবস্থাতু-মেকাকী! কথমপরিচিত ইব অদৃষ্টপূর্ব ইব অদ্য মাম্ একপদে উৎসৃজ্য প্রয়াসি? কুতস্তবেয়মতিনিষ্ঠুরতা? কথয় ত্বদৃতে ক্ব গচ্ছামি? কং যাচে? কং শরণমুপৈমি? অন্ধোঽস্মি সংবৃত্তঃ। শূন্যা মে দিশো জাতাঃ। নিরর্থকং জীবিতম্; অপ্রয়োজনং তপঃ; নিঃসুখাশ্চ লোকাঃ। কেন সহ পরিভ্রমামি? কমালপামি? উত্তিষ্ঠ, দেহি মে প্রতিবচনম্। ক্ব তন্মমোপরি সুহৃৎপ্রেম? ক্ব সা স্মিতপূর্বাভিভাষিতা চ? ইত্যেতানি চান্যানি চ বিলপন্তং কপিঞ্জলমশ্রৌষম্। কাদম্বরী

বাণের কাদম্বরীকে অনুকরণ করে গদ্যে ও পদ্যে একাধিক গ্রন্থ রচিত হয়, যথা—প্রখ্যাত টীকাকার চণ্ডীরাজের অভিনব-কাদম্বরী, অভিনন্দের কাদম্বরীকথাসার (৮ সর্গ), বিক্রমদেবের কাদম্বরী-কথাসার (১৩ সর্গ), ত্র্যম্বকের কাদম্বরীকথাসার, নরসিংহের কাদম্বরী-কল্যাণ, ক্ষেমেন্দ্রের পদ্য-কাদম্বরী ইত্যাদি।

গদ্যসাহিত্যের ত্রয়ী সুবন্ধু, দণ্ডী ও বাণভট্ট যে শিল্পিত গদ্যরীতি প্রবর্তিত করেন, পরবর্তী গদ্য-রচয়িতারা কাহিনীর আঙ্গিক ও রচনাপদ্ধতিতে অবিকলভাবে পূর্বসূরিদের অনুসরণ করেছেন। বাণভট্টের লেখনীতে ধ্রুপদী গদ্যের আলঙ্কারিক কাঠামো ও পাণ্ডিত্য-প্রদর্শনীর যে চূড়ান্ত মানদণ্ড নির্ণীত, তাকে অতিক্রম করার স্পর্ধা ছিল না কারও—কি তাঁর সমসাময়িক অথবা পরবর্তী কোনও গদ্যশিল্পীর। পরবর্তী গদ্যে গল্পের মেজাজে অথবা শিল্পসত্তায় কোনও নবীন প্রতিভার যাদুস্পর্শ ঘটেনি, তাই এ-কালের লেখকেরা অনুকরণসর্বস্ব গদ্যকার মাত্র। এক্ষেত্রে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে মহাকাব্য, নাটক, দূতকাব্য প্রভৃতি বিভাগে শ্রেষ্ঠ রচনাগুলির অনুসরণে রচিত অসংখ্য কাব্য, নাটক প্রভৃতি পাওয়া গেলেও একমাত্র গদ্যকাব্যের ক্ষেত্রেই তার ব্যতিক্রম। উপরিউক্ত ত্রয়ী গদ্যকাব্যরচয়িতার পর মাত্র চার-পাঁচ জন লেখকের সাক্ষাৎ পাচ্ছি, যাঁরা গদ্যচর্চায় আগ্রহী হয়েছিলেন।

Scanned with CamScanner